প্রশাসনের অবহেলায় রাষ্ট্রীয় সম্মাননা ছাড়াই দাফন বীর মুক্তিযোদ্ধার



ছবি: সংগৃহীত

নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার। অথচ মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় সম্মাননা ছাড়াই তাঁকে দাফন করতে হয়েছে। কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় তাঁর শেষ বিদায়ে গার্ড অব অনারের ব্যবস্থা না হওয়ায় উপজেলা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্বজন ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা।

গত বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) ঢাকায় মারা যান ৭৮ বছর বয়সী আব্দুস সাত্তার। তাঁর বাড়ি ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের মহালক্ষীপাড়া গ্রামে। কর্মজীবনে যোগাযোগ ও আইন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। জীবনের শেষ দিনগুলো ছেলের সঙ্গে ঢাকায় কাটাচ্ছিলেন।

ঢাকায় প্রথম জানাজা শেষে মরদেহ গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মরদেহ পৌঁছানোর পর গার্ড অব অনারের অপেক্ষায় ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্মাননা দেওয়ার ব্যবস্থা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তা ছাড়াই দাফন সম্পন্ন হয়।

পরিবারের পক্ষ থেকে ক্ষোভ জানিয়ে আব্দুস সাত্তারের ভাই শাহজাহান বলেন, ‘আমরা চেয়েছিলাম আমার ভাইকে শেষ সম্মানটুকু জানিয়ে বিদায় দিতে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। যে মানুষটি নয় মাস অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করল, সে তার প্রাপ্য সম্মানটুকুও পেল না।’

একই গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার মোল্লার প্রশ্ন, সন্ধ্যার পর গার্ড অব অনার দেওয়া সম্ভব না হলে প্রশাসনের প্রতিনিধিরা অন্তত শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসতে পারতেন। তিনি বলেন, ‘বিষয়টি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু সেটাও করা হয়নি।’

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ইদ্রিস মিয়া মাস্টার জানান, গার্ড অব অনার ও সশস্ত্র সালামের ব্যবস্থা করতে প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হয়েছিল। তবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর থেকে জানানো হয়, সন্ধ্যার পর এ সম্মাননা দেওয়ার নিয়ম নেই।

ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সমালোচনার কথা জানিয়েছেন সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জহিরুল হক। তিনি বলেন, ‘আমি মরহুমের জানাজায় উপস্থিত ছিলাম। তাঁকে গার্ড অব অনার না দেওয়ায় পুরো এলাকায় তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক।’

অন্যদিকে ব্রাহ্মণপাড়া থানার ওসি মো. ফারুক হোসেন বলেন, গার্ড অব অনারের জন্য পুলিশ সদস্যদের একটি পিকআপ পাঠানো হয়েছিল। পুলিশ লাইন থেকে বিউগল বাজানোর দলও সেখানে যায়। কিন্তু উপজেলা প্রশাসনের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় পুলিশ এককভাবে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে পারেনি। তবে পুলিশ জানাজায় অংশ নিয়েছিল।

উপজেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে ইউএনও মুন্নী ইসলাম বলেন, ‘সন্ধ্যার পর গার্ড অব অনার দেওয়া হয় না। তারপরও আমরা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু ঢাকা থেকে লাশ আনা নিয়ে দ্বিধা ছিল। মাগরিবের পর কেউ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি, তাই দেওয়া সম্ভব হয়নি।’